Bengal Tiles
AB GHAR SAJANA BACHCHON KA KHEL HAI
Cust. care : 81700 61000

Average Sunday paid circulation for Jan-June, 2019.....7,14,131
Average daily paid circulation for Jan-June, 2019.....6,51,212
Kolkata 3,56,160 Bardhaman 1,64,528
Siliguri 40,370 Panskura 90,154
(Audit Bureau of Circulation, India)

বর্তমান

ইন্টারনেট সংস্করণ: http//www.bartamanpatrika.com

কলকাতা ও শহরতলি

ফোন: ২৩০০০১০১-১১০ (পি বি এক্স)। ফ্যাক্স: ৬৬২২০২৯৯

কলকাতা, শনিবার ৪ এপ্রিল ২০২০, ২১ চৈত্র ১৪২৬

মোট ৮ পৃষ্ঠা [৪ টাকা]

রাজ্যে সুস্থ ১২ করোনা আক্রান্ত: মমতা

সংক্রমণ থেকে মুক্তি যেন ‘আশার আলো’, খুশি মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: করোনা আক্রান্তদের মধ্যে ১২ জন সুস্থ ও বাড়ি ফিরে যাওয়ার ঘটনায় সন্তোষ প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর সেই সন্তোষকে আরও একধাপ বাড়িয়ে দিয়েছে বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীদের শারীরিক অবস্থার ক্রমোন্নতি। শুক্রবার বিকেলে নবান্নে এক সাংবাদিক সম্মেলনে করোনা ভাইরাস নিয়ে যাবতীয় উৎকণ্ঠার মাঝেও আক্রান্তদের সুস্থ হয়ে বাড়ি যাওয়া এবং চিকিৎসাধীনদের সুস্থ হয়ে ওঠার বিষয়টি ‘আশার আলো’র মতো উত্থাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী নিজেই।

মমতা বলেন, অন্য কোনও রোগে আক্রান্ত নন যাঁরা, তাঁদের অনেকেই চিকিৎসার মধ্যে দিয়ে সুস্থ হয়ে উঠছেন। ভালো খবর হল, সব মিলিয়ে ১২ জন করোনা আক্রান্ত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলেন। চিকিৎসা করিয়ে এবং নিয়ম মেনে কোয়ারেন্টাইনে থেকে তাঁরা সুস্থ হয়ে উঠেছেন। আগে তিনজন বাড়ি ফিরেছিলেন, এদিন ফিরে যাচ্ছেন আরও ন’জন। দৃশ্যত আত্মতৃপ্ত মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বেলেঘাটা আইডি হাসপাতাল থেকে খোঁজখবর নিয়ে আপনাদের সামনে এলাম। সেখানে চিকিৎসাধীন সমস্ত রোগী সুস্থ আছেন। আমি খুব খুশি, প্রার্থনা করি তাঁরা যাতে আরও দ্রুত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে যান।

করোনা প্রতিরোধ লড়াইয়ে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের মানুষকে সুস্থ রাখার জন্য যা যা করা দরকার, সবকিছুরই পরিচালনা করছেন তিনি নিজে। পাশাপাশি, দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন সাধারণ, দরিদ্র মানুষের পাশে। এদিনও প্রত্যয়ী

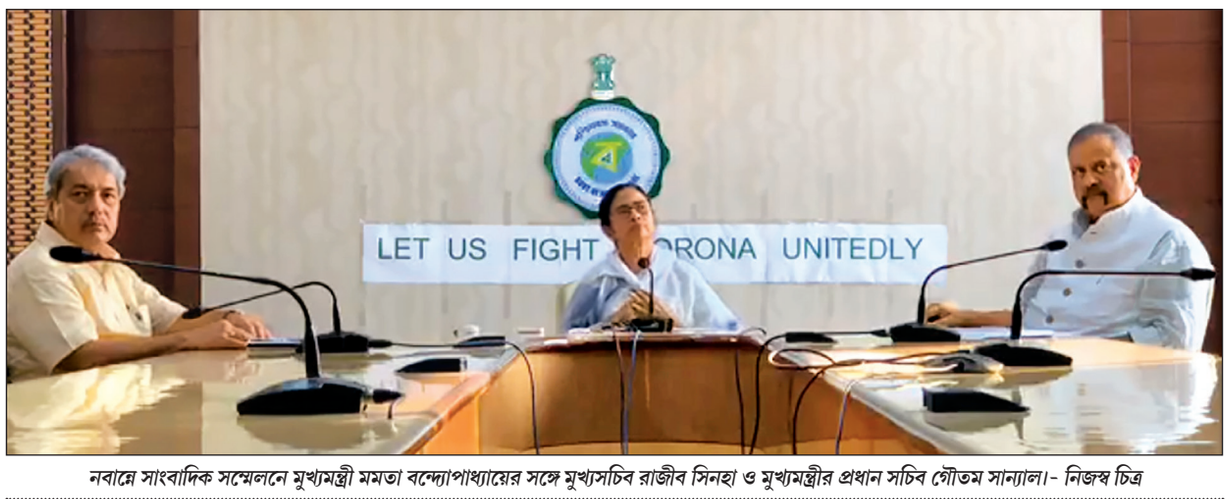

নবান্নে সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মুখ্যসচিব রাজীব সিনহা ও মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান সচিব গৌতম সান্যাল। - নিজস্ব চিত্র

পুলিসের প্রশংসা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: করোনা সংক্রমণ রুখতে পুলিসের ভূমিকায় সন্তুষ্ট মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার নবান্নের সাংবাদিক বৈঠকে পুলিসের ভূমিকার প্রশংসা করেন তিনি। বলেন, এরকম পুলিস কোথায় পাবেন, যারা আইন-শৃঙ্খলা, ভিড় সামলাচ্ছেন, আবার রোগীদের প্রয়োজনে রক্তদান করছেন। আমাদের রোজ থ্যালাসেমিয়া রোগীদের জন্য ১১০০ ইউনিট রক্ত প্রয়োজন। সেই রক্তের প্রয়োজন মেটাতে কলকাতা পুলিসের ৫০ জন করে রক্তদান করছেন। আর রাজ্য পুলিস ১২৪৯ ইউনিট রক্ত দিচ্ছে। মোট ১৩০০ ইউনিট রক্তদান করছেন পুলিসকর্মীরা। রাজনৈতিক দল এবং অন্যরা রক্তদান করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। কিন্তু আমরা সেই রক্তদানের অনুমতি এখন দিতে চাইছি না।

লকডাউন কার্যকরে উদ্যোগী কলকাতা পুলিস। - নিজস্ব চিত্র

মমতার পরামর্শ ছিল, এই কঠিন সময়ে সবাই বাড়িতে থাকুন। কারণ, বাড়িটাই সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা। আসুন, নিজেদের ঘরবাড়ি আমরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখি। এক ঘণ্টা অন্তর হাত সাবান দিয়ে ভালো করে হাত ধুয়ে নিন। অন্তত ২০ সেকেন্ড সাবান দিয়ে হাতটা ঘষবেন। মুখ্যমন্ত্রীর সতর্কবার্তা, ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া, কিডনির সমস্যা, অ্যাজমা, হার্টের সমস্যা রয়েছে যাঁদের এবং যাঁরা ডায়াবেটিক, সেরিব্রালের সম্ভাবনা রয়েছে, তাঁরা এখন নিজেদের প্রতি একটু বেশি যত্ন নিন, সাবধানে থাকুন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এদিন করোনা পজিটিভ হিসেবে আরও চারজনের রিপোর্ট এসেছে। এই নিয়ে রাজ্যে করোনা ভাইরাস পজিটিভের সংখ্যা এখন ৩৮।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিদেশ থেকে রাজ্যে ফিরে আসার ৫৪৯৬৫টি কেস সামনে এসেছিল। তাঁদের সবাই ছিলেন কোয়ারেন্টাইনে। কোয়ারেন্টাইন থেকে এখন মুক্ত ২৯৩৬ জন। এখনও কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন ৫২০২৯ জন। পরিসংখ্যান দিয়ে মমতা বলেন, মোট ২০৬টি সরকারি কোয়ারেন্টাইন সেন্টার হয়েছে। সেখানে ছিলেন মোট ৫১১০ জন। তার মধ্যে ছাড়া পেয়েছেন ৩২১৮ জন, এখনও রয়েছেন ১৮৯২ জন। কোভিড-১৯ ভাইরাস চিকিৎসার জন্য রাজ্যে মোট ৫৯টি হাসপাতাল বাছাই করা হয়েছে। মারণ ভাইরাস করোনা প্রতিরোধে বিভিন্ন এলাকায় হাসপাতাল বাছাই করা নিয়ে নানা ভ্রান্ত ও মিথ্যা প্রচার শুরু হয়েছে।

মমতার কথায়, কোনও না কোনও হাসপাতালে রোগী তো যাবেই। বিষয়টি মানবিকভাবে দেখতে হবে। আজ আমি সুস্থ আছি, হতেই পারে কাল আক্রান্ত হলাম, তাহলে কী চিকিৎসা পাব না! এসব ভেবেই তো করোনা চিকিৎসার জন্য আলাদা হাসপাতাল করা হচ্ছে, সেখানে শুধু সেটারই চিকিৎসা হবে। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দেন, মহানগরীর যাবতীয় করোনা চিকিৎসা বেলেঘাটা আইডি’র সঙ্গেই হবে এমআর বাঙ্গুর হাসপাতালে। এমআর বাঙ্গুর হাসপাতালের সমস্ত রোগীকে পিজি, শম্ভুনাথ পণ্ডিত এবং পুলিস হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হবে বলে ঘোষণা করেন মমতা। ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কেউ কেউ বলছেন, সাগর দত্ত হাসপাতালে (কামারহাটি) কোনও চিকিৎসা হবে না। আপনি সেটা ঠিক করবেন নাকি! মহামারী প্রতিরোধ আইন অনুযায়ী সরকার সেটা ঠিক করবে। করোনা রোগী তো যাচ্ছে না, জ্বর, সর্দি, কাশি আক্রান্তদের চিকিৎসা হবে সেখানে।

সৎকার নিয়ে গণ্ডগোলে ক্ষোভ

মানবিক হওয়ার আর্জি মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: করোনায় মৃতেরাও তো মানুষ! ওদের দাহ করতে দেবেন না? শুক্রবার নবান্নে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই মানবিক আবেদন রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, করোনায় মৃতদের শরীর থেকে এই সংক্রমণ ছড়ানোর আশঙ্কা নেই। স্বাস্থ্যভবন বিষয়টি জানে। তারপরও বহু জায়গায় সৎকারে সমস্যা হচ্ছে। মানবিক হন। ওঁদের সৎকার করতে দিন।

২ এপ্রিল রাজ্যের দুই স্বাস্থ্য অধিকর্তার যৌথভাবে জারি করা এক বিবৃতিতে স্পষ্টভাবে রাজ্য জানায়, নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে দেহ নিয়ে আসা এবং শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হলে নোভেল করোনায় মৃতের শরীর থেকে সংক্রমণের আশঙ্কা নেই। রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ অজয় চক্রবর্তী এবং স্বাস্থ্য অধিকর্তা (শিক্ষা) ডাঃ দেবাশিস ভট্টাচার্যের যৌথভাবে জারি করা এই নির্দেশে বলা হয়েছে, ‘কোভিড ১৯’-এ মৃত ব্যক্তির শেষকৃত্য সম্পন্ন নিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২৪ মার্চ ২০২০-এ প্রকাশিত সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন রয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, এখনও পর্যন্ত কোভিডে মৃত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসার জন্য কারও এই রোগে সংক্রমিত হওয়ার খবর নেই।

নির্দেশনামায় আরও বলা হয়েছে, মৃত ব্যক্তির অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের যে নির্দিষ্ট গাইডলাইন রয়েছে, তা মেনে চললে এই রোগ ছড়িয়ে পড়ার কোনও আশঙ্কা নেই। কোভিড-১৯ ছড়ায় হাঁচি-কাশির কণা বা ড্রপলেটের মাধ্যমে। তাই মৃতদেহ থেকে স্বাস্থ্যকর্মী, রোগীর পরিজনদের মধ্যে বা স্থানীয় এলাকায় সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কাও নেই। শুধু তাই নয়, ৮০০-১০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় মৃতদেহ সৎকার করা হয়। এই প্রচণ্ড তাপমাত্রায় কোনও ভাইরাসের বেঁচে থাকার আশঙ্কা থাকে না। সৎকারের সময় বেরিয়ে আসা ধোঁয়া থেকে কারও করোনা হয়েছে, এমন উদাহরণও নেই।

প্রসঙ্গত, রাজ্যের কোভিড ১৯ আক্রান্ত মৃতদেহের শেষকৃত্য নিয়ে গত ক’দিন ধরে তুমুল হুলস্থুল চলছে। বুধবার সন্ধ্যায়ও মৃতদের সৎকারের প্রক্রিয়া ঘিরে ধুন্ধুমার বাধে। তখনকার মতো পরিস্থিতি পুলিস নিয়ন্ত্রণে আনলেও এনআরএস-এ করোনা সংক্রমণে মৃত তপন দাসের সৎকার ইস্যুতে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় ধাপা ডাম্পিং গ্রাউন্ড সংলগ্ন এলাকা। এমনকী প্রগতি ময়দান এবং সার্ভে পার্ক থানার ওসির গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। ওই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বিশাল পুলিসকর্মী মোতায়েন করে করোনা সংক্রমণে অপর দুই মৃত সাধন সাধুখাঁ এবং রণজিৎ কুমার দাসের দেহ ধাপা শ্মশানে সৎকার করা হয়। রাজ্যে করোনায় প্রথম মৃত্যু হওয়া দমদমের সেই রেলকর্মীর ক্ষেত্রেও শেষকৃত্য করতে গিয়ে চরম সমস্যায় পড়তে হয়েছিল। সল্টলেক আমরি হাসপাতাল থেকে শ্মশানে যাওয়ার গাড়ি দিতেই অস্বীকার করেছিল বেশিরভাগ শববাহী যান দেওয়ার সংস্থা।

সংক্ষেপে

করোনা আক্রান্ত মুম্বই বিমানবন্দরের ১১ সিআইএসএফ

মুম্বই, ৩ এপ্রিল (পিটিআই): করোনায় আক্রান্ত সিআইএসএফের ১১ জওয়ান। তাঁরা সকলেই মুম্বই সংলগ্ন পানভেল এলাকার খারঘরে মোতায়েন ছিলেন। শুক্রবার সরকারিভাবে ১১ জনের আক্রান্ত হওয়ার খবর জানানো হয়। জানা গিয়েছে, তাঁদের মধ্যে পাঁচ জওয়ানের শরীরে আগেই সংক্রমণ ধরা পড়েছিল। ১১ জন সিআইএসএফ কর্মীই মুম্বই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কর্তব্যরত ছিলেন। সেখান থেকেই তাঁদের দেহে সংক্রমণ ছড়িয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। এই নিয়ে পানভেল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এলাকায় মোট ১৪ জন করোনায় আক্রান্ত হলেন। প্রসঙ্গত, খারঘর এলাকা পানভেল মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের আওতায় পড়ছে।

নিজামুদ্দিন: জাতীয় নিরাপত্তা আইনে এফআইআর দায়ের

ভারতের মোট করোনা ভাইরাস সংক্রমণের ২৮ শতাংশই এসেছে তবলিগ-ই-জামাত সদস্যদের মাধ্যমে। প্রত্যক্ষ রোগ বহনকারী অথবা সংস্পর্শের মাধ্যমে করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে দিয়েছে এই সদস্যরা। এই তথ্য এবার সামনে এসেছে। এরইমধ্যে, উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদের এমএমজি হাসপাতালে আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি থাকা তবলিগ-ই-জামাতের একঝাঁক করোনা আক্রান্তের চরম দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিয়েছে পুলিশ। যোগী আদিত্যনাথ আজ ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট অনুযায়ী এঁদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরের নির্দেশ দিয়েছেন।... *পৃঃ ৩*

বিশ্বজুড়ে আক্রান্ত ১০ লক্ষ ছাড়াল

করোনার তাণ্ডব থামার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। প্রতিদিনই লাফিয়ে বাড়ছে মৃত ও আক্রান্তের সংখ্যা। শুক্রবার পর্যন্ত গোটা বিশ্বে ১০ লক্ষের বেশি মানুষ এই মারণ ভাইরাসে সংক্রামিত হয়েছেন। আর মৃতের সংখ্যা পেরিয়েছে ৫৫ হাজারের সীমা। বৃহস্পতিবার শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। একদিনে এত বেশি সংখ্যক মানুষের মৃত্যুর ঘটনা বিশ্বের অন্য কোনও দেশে ঘটেনি।... *পৃঃ ৭*

কিট সমস্যা বা অর্থনীতি নয়, দীপ জ্বালতে বললেন মোদি

কাল রাত ৯টায় ৯ মিনিট চাইলেন প্রধানমন্ত্রী

সমৃদ্ধ দত্ত • নয়াদিল্লি

৩ এপ্রিল: করোনা ভাইরাসের সঙ্কটকালে গোটা দেশ একজোট রয়েছে, এই বার্তা দিয়ে করোনাকে চ্যালেঞ্জ জানানোর নতুন পথনির্দেশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ১৩০ কোটি মানুষের সম্মিলিত লকডাউন-যুদ্ধ যে এই অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়কে পরাস্ত করবেই, এই মনোবলের প্রমাণ দিতে মোদির আহ্বান, আগামী রবিবার ৫ এপ্রিল রাত ৯ টার সময় প্রতিটি ঘরের সব আলো নিভিয়ে দিয়ে বারান্দা, ব্যালকনি অথবা জানালায় এসে প্রদীপ, মোমবাতি, টর্চ কিংবা মোবাইলের আলো জ্বালাতে হবে। কতক্ষণ ধরে সেসময়ও প্রধানমন্ত্রী বলে দিয়েছেন। ৯ মিনিট। করোনা সঙ্কটকালে বিগত দু সপ্তাহের মধ্যে জাতির উদ্দেশে তাঁর তৃতীয় ভাষণে আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, এই প্রক্রিয়া হতাশা দূরীকরণেরও এক উজ্জ্বল পন্থা। তিনি দেশবাসীকে বলেছেন, আপনারা ভাবছেন এই লড়াইয়ের শেষ কবে? ভাবছেন এই বিপুল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আপনারা একা কীভাবে এই যুদ্ধ করবেন? মনে রাখবেন আপনারা কেউ একা নয়। গোটা ১৩০ কোটি মানুষ একজোট হয়ে আজ সংঘবদ্ধ এই লড়াইয়ে। মোদির কথায়, জনতা জনার্দন। জনতাই অবতাররূপী ঈশ্বর। আর সেই ঐশ্বরিক শক্তির প্রকাশ করেই করোনা ভাইরাসকে চ্যালেঞ্জ করতে হবে। এর আগে ২২ মার্চ জনতা কার্ফু ঘোষণা করে মোদি তারই সঙ্গে আহ্বান করেছিলেন, বিকেল পাঁচটার সময় গোটা ভারত যেন একযোগে বারান্দায় এসে কাঁসর, ঘন্টা, বাসন বাজিয়ে করোনা সঙ্কটে অক্লান্ত পরিষেবা দেওয়া মানুষদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানায়। প্রধানমন্ত্রীর সেই আবেদনে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অতি উৎসাহী মানুষ রাস্তায় রাস্তায় জমায়েত করে মিছিলে পর্যন্ত অংশগ্রহণ করেছিল। যা নিয়ে তুমুল সমালোচনা হয়। আজ মোদি সেকথা স্মরণে রেখে বিশেষ করে আবেদন করেছেন, কেউ যেন বাইরে না বেরোয়। তিনি বলেছেন, ঘরে থাকতে হবে। শুধু ৯ মিনিটের জন্য সব আলো নিভিয়ে দিয়ে মোমবাতি, প্রদীপ, মোবাইল অথবা টর্চ জ্বালাতে হবে। মোদির এই আহ্বান নিয়ে আজ পক্ষে বিপক্ষে তুমুল চর্চা ও বিতর্ক শুরু হয়েছে। একদিকে বিরোধীরা বলেছে, এরকম এক সঙ্কট মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী চটকদারি সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। এখন দরকার ছিল অনেক বেশি করোনা পরীক্ষার কিট সাপ্লাই করা যাতে দেশজুড়ে পরীক্ষার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। অর্থনীতিকে সম্পূর্ণ ডুবে যাওয়া থেকে বাঁচানোর কোনও বিকল্প পন্থা নিয়ে সিদ্ধান্ত ঘোষণার প্রয়োজন ছিল। লকডাউন আরও করার প্রয়োজন আছে কিনা অথবা সরকার আরও কঠোর কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চাইছে, সে বিষয়ে আলোকপাত করা দরকার ছিল। অথচ প্রধানমন্ত্রী সেই রাস্তায় যাননি। পাশাপাশি মোদির সমর্থককুল ও বিজেপি অবশ্য স্বাগত জানিয়ে বলেছে, এই আতঙ্ক আর সঙ্কটের সময়ে আত্মশক্তির জাগ্রত করা, মানুষের মনোবল বৃদ্ধি করা, গোটা দেশের একজোট থাকার বার্তা প্রেরণ অনেক জরুরি। তাই এই প্রতীকী কর্মসূচি। সরকারের বক্তব্য, প্রধানমন্ত্রী ভারতবাসীকে নিরাশার অন্ধকার দূরে ঠেলে উজ্জ্বল এক ভবিষ্যতের আলোকরেখার প্রতি বিশ্বাস না হারানোর হাতিয়ার হিসেবে এই কর্মসূচি নিতে বলেছেন। তাই আজ সকাল ৯টায় দেশবাসীকে বলেছেন, রবিবার রাত ৯টায় ৯ মিনিটের জন্য আলোর উৎসব করতে। মোদির দাওয়াই, করোনার অন্ধকারাচ্ছন্ন হতাশার বিরুদ্ধে মানুষের উজ্জ্বল সঙ্কল্পের প্রতিরোধ বার্তা!

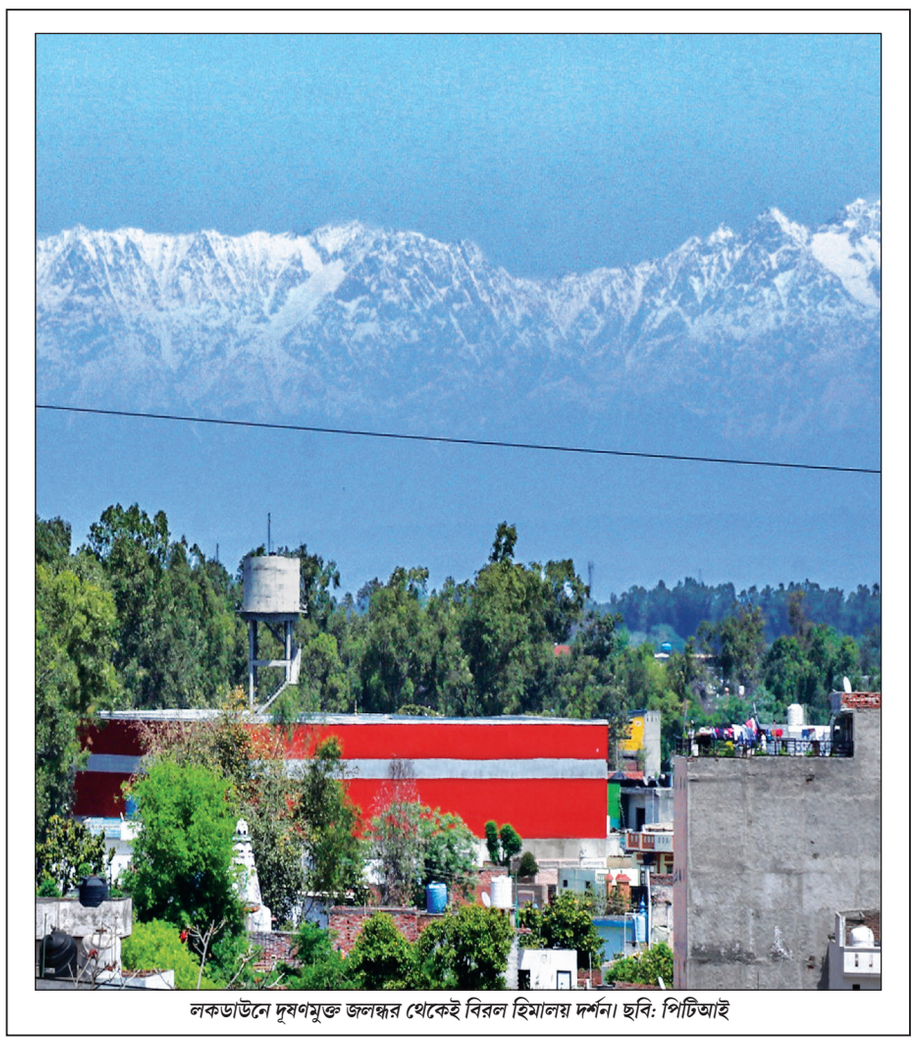

লকডাউনে দূষণমুক্ত জলন্ধর থেকেই বিরল হিমালয় দর্শন। ছবি: পিটিআই

দূরদর্শনে নবম-দ্বাদশের ক্লাস নেবেন শিক্ষকরা: পার্থ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: দূরদর্শনে শুধু রামায়ণ, মহাভারত বা শক্তিমান দেখাই নয়, পড়াশোনাও করতে হবে ছাত্রছাত্রীদের, এমন ইঙ্গিত আগেই দিয়েছিলেন। শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠক করে শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, নবম থেকে একাদশ শ্রেণীর পড়ুয়াদের জন্য বিকেল ৪টে থেকে ৫টা পর্যন্ত দূরদর্শনে ক্লাস হবে। ৭ থেকে ১৩ এপ্রিল এই ক্লাসগুলি চলবে। নামী শিক্ষকরা সেখানে পড়াবেন।

ক্লাস চলাকালীন ছাত্রছাত্রীরা ফোন, ইমেল, হোয়াটসঅ্যাপ বা ফেসবুক পেজের মাধ্যমে প্রশ্নও করতে পারবে। ক্লাস শেষে মডেল অ্যাক্টিভিটি টাস্ক দেওয়া হবে, সেটা শেষ করে স্কুল খোলার পর শিক্ষকদের হাতে তা দিতে হবে। প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণীর জন্যও থাকবে অ্যাক্টিভিটি টাস্ক। প্রথম সামেটিভ পরীক্ষার পাঠ্যসূচি থেকে প্রতিটি বিষয়ে সেই টাস্ক দেওয়া হবে। ১৪ এপ্রিল তা শেষ করে শিক্ষকদের হাতে দিতে হবে। এটা বাংলার শিক্ষা পোর্টালে ৬ এপ্রিল থেকে পর্যায়ক্রমে পাওয়া যাবে বলে জানিয়েছেন পার্থবাবু। স্কুলের শিক্ষকরা প্রয়োজনে সেই মডেল অ্যাক্টিভিটি টাস্কে পরিবর্তন আনতে পারেন। কিন্তু তা হোয়াটসঅ্যাপ, ইমেল বা অন্য কোনও প্রযুক্তিগত উপায়ে পড়ুয়াদের মধ্যে পৌঁছে দিতে হবে। পড়ুয়ারা বাড়ির বাইরে বেরবে না। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ইতিমধ্যেই দূরশিক্ষা পদ্ধতিতে ক্লাস হচ্ছে বলে জানান শিক্ষামন্ত্রী। কোথায় কেমন ক্লাস হচ্ছে, সেই রিপোর্টও সংগ্রহ করা হচ্ছে।

অন্যদিকে, সিবিএসই এবং পশ্চিমবঙ্গ সহ কয়েকটি রাজ্যের পথে হেঁটে প্রথে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশফেল আপাতত তুলে দিল সিআইএসসিই। কাউন্সিলের অধীন স্কুলগুলি (চলতিভাবে আইসিএসই স্কুল বলে পরিচিত)-র পরীক্ষা ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে। অনলাইনে রেজাল্ট বিতরণের কাজ চলছে। সেই পরীক্ষাতেই আর কাউকে আটকানো হচ্ছে না বলে স্কুলগুলির তরফে জানানো হচ্ছে। সিআইএসসিই-র চিফ এগজিকিউটিভ এবং সেক্রেটারি জেরি আরাথুন শুক্রবার স্কুলের অধ্যক্ষদের যে চিঠি পাঠিয়েছেন, সেটাকে নির্দেশ নয়, পরামর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে বলেছেন। তবে এও বলেছেন, রাজ্য যেমন সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, তার সঙ্গে যেন আইসিএসই স্কুলগুলিও সামঞ্জস্য রাখতে চেষ্টা করে।

মহারাষ্ট্রর সঙ্গে পাল্লা তামিলনাড়ুর, একদিনেই আক্রান্ত ১০২

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিল: সংক্রমণ রুখতে লকডাউন সহ নানান সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তা সত্ত্বেও কিছুতেই রাশ টানা সম্ভব হচ্ছে না। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ক্রমশ বেড়ে চলেছে আক্রান্তের সংখ্যা। এর মধ্যে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা মহারাষ্ট্রের। সেখানে করোনা সংক্রমণ ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। আক্রান্তের সংখ্যা ৪৯০। মারা গিয়েছেন ২৬ জন। সবথেকে বেশি চিন্তা বাড়িয়েছে মুম্বইয়ের ধারাভি বস্তিতে সংক্রমণ। গোটা এলাকা সিল করে দেওয়া হয়েছে। পিছিয়ে নেই তামিলনাড়ুও। সেখানে আক্রান্ত হয়েছেন ৪১১ জন। শুধুমাত্র গত ২৪ ঘণ্টায় তামিলনাড়ুতে আক্রান্ত হয়েছেন ১০২ জন। যে দ্রুততার সঙ্গে এরাজ্যে সংক্রমণ ছড়াচ্ছে, তা নিয়ে নিজেদের উদ্বেগ গোপন করেননি চিকিৎসক-বিশেষজ্ঞরা। তাঁরা জানিয়েছেন, সাম্প্রতিক এই পরিস্থিতিতে দেশে করোনা সংক্রমণের নয়া হটস্পট হয়ে উঠতে পারে তামিলনাড়ু। কীভাবে এত দ্রুত সংক্রমণ ছড়াল, তা খতিয়ে দেখতে গিয়ে উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। জানা গিয়েছে, সংক্রামিতদের মধ্যে ২৬০ জন দিল্লির নিজামুদ্দিনে তবলিগ-ই-জামাতের ধর্মীয় সভায় হাজির ছিলেন। এর ফলে এক ধাক্কায় দেশের মোট সংক্রমণের সংখ্যাও বেড়েছে অনেকটাই।

শুক্রবার স্বাস্থ্যমন্ত্রকের যুগ্মসচিব লব আগরওয়াল বলেন, গত দু’দিনে তবলিগ-ই-জামাতের সমাবেশের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত ৬৪৭টি করোনা সংক্রমণের ঘটনা সামনে এসেছে। ১৪টি রাজ্যে এর থেকে সংক্রমণ ছড়িয়েছে। করোনায় আক্রান্ত হয়ে এই সমাবেশের সঙ্গে যুক্ত অন্তত ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকটি মৃত্যু হয়েছে দিল্লিতে। দিল্লি গতকাল ১৪১ জন নতুন আক্রান্তের খোঁজ মিলেছিল। এদিন আরও ৯১ জন সংক্রমণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৩৮৬। গত ২৪ ঘণ্টায় দিল্লিতে একজনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল।

দিল্লিতে ক্রমশ বাড়তে থাকা সংক্রমণের প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল বলেন, ওই ব্যক্তি তবলিগ-ই-জামাতের সমাবেশের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পাশাপাশি ৩৮ জন স্থানীয় সংক্রমণ থেকে করোনার আক্রান্ত হয়েছেন।

দিল্লিতে ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত ৯১

স্বাস্থ্যমন্ত্রকের সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, দেশে মোট করোনা সংক্রামিতের সংখ্যা ২ হাজার ৫৪৭। এর মধ্যে ২ হাজার ৩২২ জন বর্তমানে চিকিৎসাধীন। গত ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত হয়েছেন মোট ৪৭৮ জন। এখনও পর্যন্ত মোট ৬২ জন সংক্রামিতের মৃত্যু হয়েছে। সুস্থ হয়ে উঠেছেন মোট ১৬২ জন। যদিও সংবাদ সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, বর্তমানে দেশে ৩ হাজার ৩৪ জন করোনায় আক্রান্ত। মৃত্যু হয়েছে ৯০ জনের। সুস্থ হয়ে উঠেছেন ২১১ জন।

সংক্রমণের নিরিখে মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, দিল্লির পরেই রয়েছে তেলেঙ্গানা। এখনও পর্যন্ত এই রাজ্যে ২৯৯ জন আক্রান্ত হয়েছেন। তারপর রয়েছে —কেরল (২৯৫), উত্তরপ্রদেশ (১৭৪), রাজস্থান (১৬৬) এবং অন্ধ্রপ্রদেশ (১৬১)। মৃত্যুর হিসেবেও শীর্ষে রয়েছে মহারাষ্ট্র। এখনও পর্যন্ত সেখানে ২৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। এরপরেই রয়েছে তেলেঙ্গানা। সেরাজ্যে মৃতের সংখ্যা ১১। এরপরেই রয়েছে— গুজরাত (৯), মধ্যপ্রদেশ (৮), দিল্লি (৫) ও পাঞ্জাব (৫)।

এদিকে, উত্তরপ্রদেশের আলিগড়ে লকডাউন উপেক্ষা করে রাস্তায় নামায় ২৫ জনকে আটক করেছে পুলিস। কনৌজে লকডাউন না মেনে নামাজ পাঠে বাধা দিয়ে জখম হন দুই পুলিসকর্মী। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছে প্রশাসন।

অন্যদিকে, নরেন্দ্র মোদির ডাকে সাড়া দিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের আধিকারিক, কর্মী ও সেন্ট্রাল পুলিস অর্গানাইজেশনের তরফে একদিনের বেতন প্রধানমন্ত্রীর তহবিলে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মোট ২০৫ কোটি টাকা দেওয়া হবে। অমিত শাহ ট্যুইটারে লিখেছেন, প্রধানমন্ত্রীর ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য মন্ত্রকের সব কর্মীর কাছে কৃতজ্ঞ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও এই প্রয়াসকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। এদিকে কোয়ারেন্টাইন সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধা গড়তে রাজ্যগুলিকে ১১ হাজার ৯২ কোটির তহবিলের অনুমোদন দিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। রাজ্যসভার পক্ষ থেকেও জানানো হয়েছে, করোনা মোকাবিলায় ৩৩৯ জন সাংসদ এমপি ল্যাড থেকে ৩৬৫ কোটি টাকা দিয়েছেন। এর মধ্যে রাজ্যসভার ৭৪ ও লোকসভার ২৬৫ জন রয়েছেন।

• *মুম্বইয়ে তোলা পিটিআইয়ের ছবি।*